দ্বাদশ কলকাতা আন্তর্জাতিক শিশু কিশোর চলচ্চিত্র উৎসব, ২০২৬ উপলক্ষ্যে প্রকাশিত দৈনিক বুলেটিন

বায়োস্কোপের বাক্স

শিশু কিশোর আকাদেমি, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

সংখ্যা ৭ | ২৯ জানুয়ারি ২০২৬ বৃহস্পতিবার

আনন্দ সাত দিন মনে রাখে রেশ। এবারের উৎসব আজ হল শেষ।।

সমাপ্তি কথন

এগিয়ে চলার এক অনুপম মশাল

অর্পিতা ঘোষ
উৎসব অধিকর্তা এবং সভাপতি, শিশু কিশোর আকাদেমি

শেষ হল দ্বাদশ কলকাতা আন্তর্জাতিক শিশু কিশোর চলচ্চিত্র উৎসব। এ বছর উৎসবে দেখানো হয়েছে মোট ১৮০টি ছবি। তার মধ্যে আছে ৩২টি দেশের ১০৮টি ছবি। সারা শহর জুড়ে মোট ৮টি প্রেক্ষাগৃহে ছবি দেখানোর ব্যবস্থা হয়েছিল। এবারের উৎসবের থিম ছিল 'গুপ্তধনের অভিযান'। এবারেও খুদে ফিল্মোৎসাহী শিশু-কিশোরদের জন্য ছিল ডেলিগেট কার্ড। সারা বাংলা থেকে খুদে ডেলিগেটের সংখ্যা এবার প্রায় হাজার দেড়েক!! আমরা তো অভিভূত।

সাম্প্রতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে আমরা ঠিক করেছিলাম, এবার এই উৎসবে বাংলা ভাষার ওপর জোর দেওয়া হবে। সেজন্যই উদ্বোধনের জন্য বেছে নেওয়া হয় সত্যজিৎ রায়ের 'সোনার কেল্লা'। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দুই বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালক সন্দীপ রায় এবং গৌতম ঘোষ। অবশ্য উৎসবের প্রদীপ জ্বালিয়েছে এই উৎসবের ঐতিহ্য মেনে 'নয়ন রহস্য' ছবির শিশুশিল্পী অভিনব বড়ুয়া। এ বছর বাংলা ছবির একটি আলাদা বিভাগও রাখা হয়েছিল। অন্যান্য দেশি-বিদেশি ছবির সঙ্গে ছিল মোবাইলে তৈরি ছোটোদের ৪০টি ছবির প্রদর্শনীর ব্যবস্থাও। প্রতিবারের মতোই গুপ্তধন এবং অ্যাডভেঞ্চার থিমের ওপর ভিত্তি করে সেজে উঠেছিল গোটা নন্দন চত্বর। ছোটোদের মন জয় করার জন্য চত্বরের বিভিন্ন জায়গায় সাজানো ছিল মোহরভরা সিন্দুক কিংবা মণিরত্নে ভরা কলশি। মূল ফটক খুলছিল চিচিং ফাঁক মন্ত্রে আর সেই আলিবাবার গুহার ভিতর দিয়েই ছিল নন্দন প্রেক্ষাগৃহে ঢোকার প্রবেশপথ। সঙ্গে বাড়তি পাওনা ডাকাতদের ঘোড়ার খুরের শব্দ।

গুপ্তধন, গুপ্তধনসন্ধানী এবং সাহিত্যে ও সিনেমায় গুপ্তধন—এই তিনটি বিষয়কে ভিত্তি করেই গগনেন্দ্র শিল্পপ্রদর্শশালায় সাজানো হয়েছিল তথ্যসমৃদ্ধ অসাধারণ একটি প্রদর্শনী।

উৎসব চলাকালীন বিভিন্ন দিনে এসেছিলেন সিনেমা-জগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। এসেছেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, দেব, আবির চট্টোপাধ্যায়, শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শতরূপা সান্যাল প্রমুখ।

উদ্বোধনের দিন এসেছিলেন রিপাবলিক অব কিউবার রাষ্ট্রদূত সম্মাননীয় হুয়ান কার্লোস এবং তাঁর ফার্স্ট সেক্রেটারি। তথ্যচিত্র ও ছোটো ছবির উৎসবে কাজাখস্তানের তাশকিন স্টুডিয়ো থেকে আমাদের উৎসবে যোগদান করেন দুই নতুন অতিথি আইগেরিম আবদ্রামানোভা ও মদিনা সুতবায়েভা। এ ছাড়াও মধ্যপ্রদেশ থেকে এসেছিলেন বিশিষ্ট তথ্যচিত্র-নির্মাতা সুদীপ সোহনি।

এ বছরের উৎসবের শেষ ছবি 'পক্ষীরাজের ডিম'। পরিচালক সৌকর্য ঘোষাল হাজির হবেন তাঁর পুরো টিম নিয়েই। এই বছর তিন মহান শিল্পী তৃপ্তি মিত্র, সলিল চৌধুরি আর সন্তোষ দত্তর জন্মশতবার্ষিকী। তাই তাঁদের উদ্দেশে শ্রদ্ধানিবেদনের ব্যবস্থাও ছিল। বিদেশি ছবির মধ্যে ছিল কাজাখস্তানের ছবিরও একটি গুচ্ছ।

সব মিলিয়ে গত সাত দিন ধরে খুদে দর্শকদের হইচই আর হাসিতে মুখরিত ছিল গোটা নন্দন চত্বর। উড়ে বেড়াচ্ছিল বেলুন। বাজছিল ভেঁপু। শোনা যাচ্ছিল জিপ সাফারিতে ছোটো ছোটো দর্শকের উত্তেজিত চিৎকার। আর এইসব এলোমেলো রংচঙে মুহূর্তকে নিজেদের মধ্যে আত্মস্থ করে আমরা প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম আগামী বছর ছোটোদের জন্য আরও আকর্ষণীয় চলচ্চিত্র উৎসব করার। আসলে ছোটোদের উৎসব মানেই তো এগিয়ে চলা, হাতবদল করে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া ঐতিহ্যের মশাল।

ডেলিগেটের উপহার পেয়ে 'দূরদর্শী' আজকের খুদেরা!

অপরূপ সাজে আলোকিত নন্দন চত্বর

রুপোলি পর্দায় সোনালি গুপ্তধন

সম্রাট মুখোপাধ্যায়

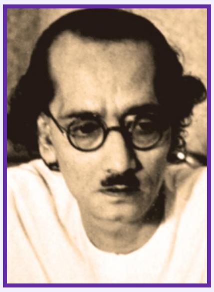

গুপ্তধনের ছড়াছড়ি এবার উৎসবে! সত্যজিৎ-সুনীল-শীর্ষেন্দু! একসঙ্গে এক আসরে। তাঁদের কল্পবিজ্ঞান-অ্যাডভেঞ্চার-অদ্ভুতুড়ের রোমাঞ্চ একসঙ্গে। বই থেকে সোজা পর্দায়।

এবারের উৎসবের মূলভাবনা গুপ্তধন খোঁজার অভিযান। বাঙালি বড়ো হয় রবীন্দ্রনাথের 'গুপ্তধন', শরৎচন্দ্রর 'শ্রীকান্ত', লীলা মজুমদারের 'পদিপিসির বর্মিবাক্স' পড়ে। তারপর হাতে পায় হেমেন রায়, প্রেমেন মিত্তিরদের। ফলে এ তার নাড়ির টান।

'চাঁদের পাহাড়'-এর জন্য বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'ফাদার অব দি অ্যাডভেঞ্চার ইন বেঙ্গলি লিটারেচার' বলা যায়। ১৯৩৭ সালে প্রকাশিত কিশোর উপন্যাস কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায় পর্দায় এনেছেন আট দশক পরে। কখনও আফ্রিকা না দেখেও বাঙালি ছেলে শংকরকে সেখানে পাঠিয়েছিলেন বিভূতিভূষণ! সেটাও কম দুঃসাহস ছিল না।

এই শতকের শুরুতে যে কয়েকটা সিনেমা বুঝিয়েছিল, বাংলা সিনেমার বদল শুরু হয়ে গেছে, 'পাতালঘর' তারই একটি। পরিচালক অভিজিৎ চৌধুরী চমকে দিয়েছিলেন শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের অদ্ভুতুড়ে সিরিজের হাসি-রহস্য-ভূত-বিজ্ঞান পুরো মিশ্রণটাকে ধরে ফেলে!

২০১৩-তে সৃজিত মুখোপাধ্যায় পর্দায় আনলেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাকাবাবু ওরফে রাজা রায়চৌধুরীকে। পরের এক দশকে ট্রিলজি। মরুভূমি-পাহাড়-জঙ্গল। 'মিশর রহস্য', 'ইয়েতি অভিযান', 'কাকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' ('জঙ্গলের মধ্যে এক হোটেল' অবলম্বনে)। তিনবারই কাকাবাবু প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়।

ফেলুদাকে পর্দায় এনেছিলেন সত্যজিৎ রায়। শঙ্কুকে আনেননি। সেই দুঃখ দূর করলেন সন্দীপ রায়। 'প্রোফেসর শঙ্কু ও এল ডোরাডো' বানিয়ে। নামভূমিকায় ধৃতিমান চট্টোপাধ্যায়। সঙ্গে উচ্চাকাঙ্ক্ষী ভিএফএক্স। যেন পর্দায় গ্রাফিক নভেল!

সিনেমার নামে দুই 'কাল্ট' কাহিনি 'সোনার কেল্লা' আর 'যকের ধন' থাকলেও সায়ন্তন ঘোষাল 'সোনার কেল্লায় যখের ধন' ছবিতে গল্পের জন্য কোথাও হাত পাতেননি। চিত্রনাট্যে ছায়া সত্যজিৎ-কাহিনির লোকেশনের। আর হেমেন-কাহিনির বিমল-কুমার এখানে জোড়া রহস্যভেদী।

১৮৮৩-তে প্রকাশিত রবার্ট লুই স্টিভেনসনের 'দ্য ট্রেজার আইল্যান্ড' বিশ্ব জুড়ে গুপ্তধন-কাহিনির ক্ষেত্রে কিংবদন্তি। বহুবার পর্দায় এসেছে এই কাহিনি। তার মধ্যে ১৯৯০-এ মুক্তি-পাওয়া ফ্রেজার হেস্টনের ছবিটা দেখা যাবে এই উৎসবে। আরব্য উপন্যাস মানেই ঘড়া ঘড়া ধনরত্ন! তার মধ্যে থেকে আলিবাবার কাহিনিটিকে নিয়ে দীনেন গুপ্ত বানিয়েছিলেন 'মর্জিনা আবদল্লা'। এবারের উৎসবে আছে।

আছে স্লোভানিয়ার ছবি 'তারতিনিজ কি', যা আসলে রোমান কুকোভিচের লেখা জনপ্রিয় কাহিনির সিনেমারূপ। একটি ভুল জায়গায় পৌঁছোনো এসএমএস ধাওয়া করে গুপ্তধনের কাছে তিন খুদের পৌঁছোনোর গল্প।

'ইয়ে তারা, উও তারা, হর তারা, দেখো জিসে ভি লগে পেয়ারা'—স্বদেশ সিনেমার এই গানটি মনে আছে? এই গানটির দৃশ্যে নায়ক তাঁর গ্রামবাসীদের জন্য কেবল একটি সাদা কাপড় এবং প্রোজেক্টর ব্যবহার করে একটি ছবি প্রদর্শন করেছিলেন। আজকাল, প্রোজেক্টর এবং পর্দা মাল্টিপ্লেক্সে রূপান্তরিত হয়েছে।

কিন্তু এই ধরনের সরঞ্জামের সঙ্গে একটি অনুভূতি সব সময়েই গরহাজির থেকে যায়। তা হল, একটি খোলা, বাইরের সাজগোজ ছাড়া স্থানে সিনেমা দেখার আনন্দ। একটি বদ্ধ ঘেরাটোপের দেওয়াল অতিক্রম করে সকলে মিলেমিশে সিনেমা দেখার মজা সিনেমাপ্রেমীদের জন্য চিরন্তন এক সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু চিন্তা কোরো না, আমার প্রিয় ছোটো সিনেমাপ্রেমীরা! আমরা আমাদের উৎসবে তোমাদের একই আবেগ দিয়ে ঢেকে রেখেছি! এবার তাহলে চলো, এক সম্পূর্ণ অন্য জগতের দিকে যাওয়া যাক! শুরু করা যাক 'শ্রেক ফর এভার আফটার' দিয়ে, তারপর আস্তে আস্তে চলে যাব 'হীরক রাজার দেশে'-তে। সেখান থেকে ফিরে বাবা ফেলুনাথের সাক্ষাৎ পাওয়ার পর আমরা সোজা চলে যাব হগওয়ার্টস! সেখানে গবলেট অব ফায়ার ও অর্ডার অব ফিনিক্স শেষ করে আমরা সোনার কেল্লা ঘুরে আবার ফিরে আসব আমাদের একতারা মঞ্চে! কী? হাতে পপকর্ন আর চা বা কফির গ্লাস নিয়ে এই পাঁচ দিনের অভিযানের জন্য তোমরা তৈরি তো? ওহ্, আর গায়ে সোয়েটার দিতে ভুলে যেয়ো না যেন!

পূজা রায়চৌধুরি

'আইকম বাইকম' উপস্থাপনা

নন্দন-৩-এ দেখানো হল 'আইকম বাইকম'। ছবির পুরো দল নিয়ে ছবিটির উপস্থাপনায় আমন্ত্রিত ছিলেন পরিচালক শতরূপা সান্যাল। তিনি জানান, ছোটোদের নিয়ে কাজ করতে গিয়ে তিনি এতটাই আনন্দ পেয়েছেন যে, এই ধরনের ছোটোদের বিষয় নিয়ে ভবিষ্যতে তিনি চান আরও কাজ করতে। ছোটোদের ছবির মাধ্যমে যে গভীর বার্তা দেওয়ার বিষয়টি, তা যে ভবিষ্যতের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, সে কথাটি মনে করিয়ে দেন তিনি। ছবিতে অংশগ্রহণকারী সকলে মুগ্ধ শহরে এইরকম এক মহতী উৎসবের আয়োজন দেখে। তাঁকে আকাদেমির পক্ষ থেকে সংবর্ধিত করেন আকাদেমির সচিব মন্দাক্রান্তা মহলানবীশ।

অন্যরকম উৎসাহ!

হাওড়ার পাঁতিহাল বালিকা বিদ্যালয় থেকে উৎসবের আনন্দ ভাগ করতে উপস্থিত হয়েছিল প্রায় পঞ্চাশজন ছাত্রী। অন্যদিকে কলকাতার ভবানীপুরের রামরিক ইন্সটিটিউশন থেকে সকালবেলা হাজির প্রায় তিরিশজন একেবারে কচিকাঁচা ছাত্রছাত্রী। সকলে সদলবলে দেখল 'প্রোফেসর শঙ্কু ও এল ডোরাডো' ছবিটি। উৎসবে এসেছিল সুরাঞ্জলির শিশু-কিশোররাও।

উৎসবের সমাপ্তি ছবি ‘পক্ষীরাজের ডিম’। সেই ছবির পরিচালক আর তার দুই খুদে অভিনেতা উপস্থিত থাকবেন সমাপ্তি অনুষ্ঠানে। ছবি নিয়ে তাদের সঙ্গে কথা বলল টিম ‘বায়োস্কোপের বাক্স’।

‘ছোটোদের সঙ্গে কাজ করা সহজ আর আনন্দের’

সৌকর্য ঘোষাল, চিত্রপরিচালক

আমার যে ক-টা ছবি হয়েছে, মানে আমি এখনও পর্যন্ত যতগুলো ছবি তৈরি করেছি, সব ছবিতেই বাচ্চা আছে। আমার প্রথম ছবি ‘পেন্ডুলাম’। সেই ছবিতে মূল যে গল্প, সেখানে একটা বাচ্চা ছিল। তারপর আমি ‘লোডশেডিং’ নামে আর-একটা ছবি তৈরি করি। সেটাও কিশোরদের নিয়ে। তারপর ‘রেনবো জেলি’। এই ‘রেনবো জেলি’রই সিকোয়েল হচ্ছে ‘পক্ষীরাজের ডিম’। তাই এই মহাব্রত আর মেঘা, যে দুটি বাচ্চা মূল চরিত্রে অভিনয় করেছে, তারা দুটি ছবিতেই আছে। এরপর ‘ভূত পরী’ করেছি, সেখানেও একটা বাচ্চা ছিল। এখন আমি ‘ওসিডি’ করছি, তাতেও একটা বাচ্চা আছে। আসলে আমার সব ছবিতেই বাচ্চারা খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় থাকে। তার কারণ হল, বাচ্চাদের নিয়ে কাজ করতে আমার ভালো লাগে। আমার মনে হয়, একজন পরিণত অভিনেতার থেকে বাচ্চাদের নিয়ে কাজ করাটা তুলনায় অনেকটা সহজ এবং অনেকটাই আনন্দের। সহজ মনে হয়, কারণ ছোটোদের বিশ্বাস করার ক্ষমতা অনেক বেশি। পরিচালককে যদি অভিনেতা সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করে, তাহলে পরিচালকের মাথার মধ্যে যে ছবিটা তৈরি হয়েছে, সেটা অভিনেতার মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়া সহজ হয়। একজন পরিণতবয়স্ক মানুষের মধ্যে এই বিশ্বাসটা থাকে না। থাকা সম্ভব নয়। কারণ সে জীবনকে একভাবে দেখেছে, দেখে অভ্যস্ত। তার মধ্যে অনেক প্রশ্ন থাকে, অনেক জিজ্ঞাসা থাকে। বাচ্চাদের সেটা থাকে না। তারা সম্পূর্ণভাবে পরিচালককে বিশ্বাস করে তার ওপর নির্ভর করে। ফলে তার মধ্যে পরিচালক যে ছবিটা তৈরি করতে চাইছে, সেটা ঢুকিয়ে দেওয়া সহজ হয়। আমি মনে করি, সব ধরনের সৃষ্টিকর্মেই যেমন নারী এবং পুরুষের সমান উপস্থিতি থাকে, তেমনি একটা বাচ্চাও একইভাবে সম-উপস্থিতির দাবি রাখে। কারণ, বাচ্চারা বাস্তব জীবনে একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের মতোই সমান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে এটাও ঠিক যে ছবি করার সময় বাচ্চাদের খুব ভালো করে পুরোটা বোঝাতে হয়। গোঁজামিল দিলে চলে না। সেটা আমি ‘পক্ষীরাজের ডিম’ করার সময় বেশ বুঝেছিলাম। এটা তো কল্পবিজ্ঞানের গল্প। কিন্তু বিজ্ঞানের অনেক থিয়োরি আছে। আইনস্টাইনের থিয়োরি আছে। সেগুলো নিয়ে ছোটোদের প্রশ্ন ছিল। সেগুলো তাদের মতো করে সহজভাবে বুঝিয়ে দিতে হয়েছে। সেটা করার পর ওদের অভিনয়টা যে অনেক বেশি স্বচ্ছন্দ হয়েছিল, সেটা আমি বুঝেছিলাম। এই মাপের আর এই ধরনের একটি উৎসবের আয়োজন করার জন্য আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের শিশু কিশোর আকাদেমি কর্তৃপক্ষকে। তাঁরাও যে এভাবে ছোটোদের জন্য ভাবছেন, সেটা অত্যন্ত জরুরি।

অনুলিখন শুভদীপ দত্ত

‘আমাদের সবার মধ্যেই একটা ঘোঁতন আছে’

মহাব্রত বসু

‘রেনবো জেলি’ আর ‘পক্ষীরাজের ডিম’-এর জার্নিটা এমনিতে এক মনে হলেও কোথাও গিয়ে অনেকটাই আলাদা। কারণ, দুটো সম্পূর্ণ ভিন্ন গল্প। আপাতভাবে মনে হয়, ঘোঁতন আর পাঁচটা ছেলের থেকে একদম আলাদা। সে নিজের জগৎটা নিজের মতো গুছিয়ে নিয়েছে। কিন্তু আবার কোথাও গিয়ে ঘোঁতন সবার সঙ্গে এক হয়ে যায়। কারণ, তাকে দেখলেই আমরা নিজেদের ছোটোবেলায় ফিরে যাই। এই চরিত্রটা হয়ে উঠতে আমাকে আর পরিচালককে অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয়েছে। বারবার সংলাপ বলা, তার সঙ্গে কিছু এক্সারসাইজ, দীর্ঘ তিন মাসের রিহার্সাল। এ ছাড়া পপিন্স, বটব্যাল স্যার, সাপরাজ বাবা—এরা সবাই মিলেই ঘোঁতনের চরিত্রটা ঠিকঠাক গড়ে উঠতে সাহায্য করেছে। ছোটোবেলা থেকেই আমি সিনেমা দেখতে খুব ভালোবাসি। আমার সব থেকে প্রিয় ছবি ‘সোনার কেল্লা’, ‘গুপী গাইন বাঘা বাইন’। এ ছাড়া মার্ভেলের ছবি দেখতেও আমি খুব ভালোবাসি এবং এখনও দেখি। ছোটোবেলায় স্কুলে দেখা ‘টু সলিউশনস ফর ওয়ান প্রবলেম’ এখনও ভুলতে পারিনি। ‘পক্ষীরাজের ডিম’ কলকাতা আন্তর্জাতিক শিশু কিশোর চলচ্চিত্র উৎসবে দেখানো হচ্ছে বলে আমার যে অনুভূতি হচ্ছে, সেটা সত্যি বলতে কী, ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। কর্তৃপক্ষকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

সাক্ষাৎকার দোলা চৌধুরী

‘পপিন্সের সঙ্গে আমার অনেক মিল’

অনুমেঘা ব্যানার্জি

পপিন্সের সঙ্গে আমার খুব মিল আছে। আমিও ওর মতো শান্ত, পড়াশোনা করতে ভালোবাসি। তবে পপিন্স হয়তো আমার থেকে একটু বেশিই ভালোমানুষ। ‘রেইনবো জেলি’র সময় ছোটো ছিলাম। তাই পরিচালক যা বলতেন, তা-ই করতাম। ‘পক্ষীরাজের ডিম’ যখন হল, তখন অনেকটা বড়ো হয়েছি। তাই উনি যা বলেছেন, সেটা শুনেছি, ভেবেছি, চিন্তা করেছি। বেশ কয়েক মাস ওয়ার্কশপ হয়েছিল। সেখানে মন দিয়ে অভিনয় শিখেছি। আমার কাছে তাই অনেকটাই পরিবর্তন এসেছে। যেহেতু এখন আমরা অনেকটাই বড়ো হয়ে গিয়েছি তাই এই ছবি করার সময় মহাব্রতদার সঙ্গে পড়াশোনা ছাড়াও সিন, সংলাপ—এসব নিয়েও আলোচনা চলত। আমাদের মধ্যে একটা সুন্দর আন্ডারস্ট্যান্ডিং ছিল। সেজন্য অভিনয় করতে সুবিধা হয়েছে। আমি সিনেমা দেখতে ভালোবাসি। ছোটোবেলায় দেখা আমার প্রিয় ছবি ‘হোম অ্যালোন’। এ ছাড়াও আমার সব সময়ের ভালো লাগার ছবি ‘গুপী গাইন বাঘা বাইন’। কলকাতা আন্তর্জাতিক শিশু কিশোর চলচ্চিত্র উৎসবে আগে ‘রেনবো জেলি’ দেখানো হয়েছে, এবার সমাপ্তি ছবি হিসেবে ‘পক্ষীরাজের ডিম’ দেখানো হচ্ছে—এই খবর শুনে আমি খুবই উত্তেজিত। আমার সমস্ত বন্ধুর সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছি এই আনন্দের খবর।

সাক্ষাৎকার জেবা মুন্সী

আজকের ছোটোরা আমাকে কাকাবাবু হিসেবে চেনে: প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়

একেবারে নতুন ছবি, সবেই মুক্তি পেয়েছে প্রেক্ষাগৃহে। সেই ছবি, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাহিনি অবলম্বনে তৈরি 'বিজয়নগরের হীরে'-ও দেখানো হল এবারের উৎসবে। শুধু দেখানোই হল না, ছবির এই বিশেষ প্রদর্শনে উপস্থিত হয়েছিলেন খোদ কাকাবাবু রাজা রায়চৌধুরিও। মানে, আগে কাকাবাবু বলতে বোঝাত শমিত ভঞ্জকে আর এখনকার ছোটোদের চোখে 'কাকাবাবু' হলেন সকলের প্রিয় প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়। তাঁর এই ছবির প্রদর্শনে নন্দন-১ পুরো ভরতি। দর্শকদের এতটাই উৎসাহ যে, তাঁরা কেউ কেউ দাঁড়িয়েও দেখতে চাইলেন ছবি। সকলের কাছে বাড়তি পাওনা স্বয়ং কাকাবাবুকে নিজের চোখে একবার দেখা। তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন গল্পে বিজয়নগরের রাজকন্যা চরিত্রের অভিনেত্রী রাজনন্দিনী পাল আর কাকাবাবু সিরিজের সেই জনপ্রিয় চরিত্র জোজোর ভূমিকায় অভিনয় করা শিল্পী পূষন দাশগুপ্ত। 'বিজয়নগরের হীরে' ছবির এই টিমকে আকাদেমির পক্ষ থেকে সংবর্ধিত করলেন তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের আধিকারিক রানা দেবদাস। অনুষ্ঠানে কাকাবাবু প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে খুদে দর্শক আর তার অভিভাবকের কথাসূত্র জুড়ে দিলেন সাংবাদিক সম্রাট মুখোপাধ্যায়। প্রসেনজিৎ বলেন, 'এইরকম এক চমৎকার উদ্যোগে সঙ্গী হতে চাইছি। তাই এই ছবির প্রযোজকদের পক্ষ থেকে এটা ছোটোদের জন্য এই উৎসবের বিশেষ একটা উপহার।' তিনি মনে করিয়ে দেন, 'এটা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখা। কাকাবাবু বাঙালির নিজস্ব সম্পদ। ভারতীয় পটভূমিতে লেখা এই ধরনের কাহিনি আসলে ইতিহাসের গুরুত্ব বুঝতে শেখায়। এই ছবিগুলি যখন হয়, তখন সেই ইতিহাস আমাদের ইতিহাসকে ভালোবাসতে শেখায়। আজকের ছোটোরা আমাকে এখন কাকাবাবু হিসেবে চেনে। এখনকার ছবিতে রাজনন্দিনী বা পূষনের মতো নতুনদের সঙ্গে কাজ করতে পেরে ভারী ভালো লাগছে।' তাঁরা সকলেই খুবই খুশি উৎসবের জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ জানান আকাদেমি কর্তৃপক্ষ আর পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে।

শুভদীপ দত্ত

'মন দিয়ে, ভালো করে পড়াশোনা করতেই হবে আর মোবাইল থেকে দূরে': দেব

উৎসবের মাঠে একদিকে যেমন সন্ধেবেলা উপস্থিত কাকাবাবু, তেমনই সেদিনই বিকেলে উপস্থিত সকলের প্রিয় 'চাঁদের পাহাড়' আর 'আমাজন অভিযান'-এর শংকরও। মানে সর্বজনপ্রিয় দেব! তাঁর এই দুটি ছবিই দেখানো হল এখানে। আর খুদে দর্শকদের এখনও সে কী সাংঘাতিক ভিড় আর উন্মাদনা সেই ছবি দেখার ব্যাপারে। তার সঙ্গেই বড়ো পর্দায় এই প্রথম দেখানো হল দেব-প্রযোজিত রূপকথার মোড়কে গভীর বার্তাবাহী 'হবুচন্দ্র রাজা গবুচন্দ্র মন্ত্রী' ছবিটিও। সেখানেও তো ছোটোদের উচ্ছ্বাসে একেবারে হইহই ব্যাপার, রইরই কাণ্ড। এই দুই ছবিরই উপস্থাপনা করতে রবীন্দ্রসদনে দেব আসবেন, এই খবরে আগ্রহের মাত্রা একেবারে তুঙ্গে ওঠে। দেবকে তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা দেন অ্যাডিশনাল ডিরেক্টর অব ফিল্‌ম সুপ্রিনা ব্লোন এবং বিভাগের আধিকারিক রানা দেবদাস।

দেব তাঁর কথার শুরুতেই জানান, 'আজকের দিনটি আমার কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, ঠিক এই দিনটিতেই আজ থেকে কুড়ি বছর আগে মুক্তি পেয়েছিল আমার প্রথম ছবি।'

এরপরে তিনি ছোটোদের উদ্দেশে বলেন, 'মন দিয়ে, ভালো করে পড়াশোনা করতে হবে। আর হাতে-থাকা মোবাইল ফোনটিকে পড়াশোনার কাজে ব্যবহার করো, যথাযথ কারণে ব্যবহার করো, কিন্তু অকারণে ওই যন্ত্রটি ব্যবহার কোরো না, ওটা থেকে দূরে থাকো।' এক উৎসাহী খুদে মঞ্চে উঠে তাঁকে প্রণাম করতে গেলে তাঁকে স্নেহভরে নায়ক বলেন, 'বড়োদের শ্রদ্ধা করতে শেখো আর পায়ে হাত দিয়ে নমস্কার করবে বাবা-মা আর তোমাদের মাস্টারমশাই, দিদিমণিদের।' তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকার আর আকাদেমি কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান এই ধরনের একটি উৎসবের এত বড়ো আয়োজন করার জন্য।

জেবা মুন্সী

দ্বাদশ কলকাতা আন্তর্জাতিক শিশু কিশোর চলচ্চিত্র উৎসব, ২০২৬ উপলক্ষ্যে শিশু কিশোর আকাদেমি, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার দ্বারা প্রকাশিত।
উৎসব অধিকর্তা **অর্পিতা ঘোষ** (সভাপতি)। প্রকাশক **মন্দাক্রান্তা মহলানবীশ**, উৎসব আহ্বায়ক ও সচিব, শিশু কিশোর আকাদেমি।
প্রকাশনা তত্ত্বাবধান **শর্বাণী বন্দ্যোপাধ্যায়**, প্রকাশনা পরিচালক, শিশু কিশোর আকাদেমি। মুদ্রণ শ্রীমা এন্টারপ্রাইজ, ৩৫, বৈদ্যনাথ দত্ত সরণি, হাওড়া ৭১১১১৩।
যুগ্ম সম্পাদক **শুভেন্দু দাশমুন্সী, দীপান্বিতা রায়**।